शाब्दिका

२०२०

संस्कृतविभागः

एगरा सारदा शशिभूषण कलेज

ব্যক্তিচরিত্র নির্মাণে গীতার উপদেশ

শান্তনু মণ্ডল

অংশকালীন শিক্ষক খড়গপুর কলেজ

ভারতীয় ধর্ম, দর্শন ও নীতিতত্ত্বের এক অপূর্ব সমন্বয় হল— ভগবদ্গীতা। গ্রন্থকার বেদব্যাস স্বয়ং এই গ্রন্থটিকে ব্রহ্মবিদ্যা ও যোগশাস্ত্র[১] বিষয়ক গ্রন্থ বলে উল্লেখ করেছেন। এখানে সাধনার জন্য প্রধান তিনটি পথ নির্দিষ্ট হয়েছে—জ্ঞানমার্গ, ভক্তিমার্গ এবং কর্মমার্গ। তবে বর্তমানে হিন্দু ধর্মসাধনার পাথেয় হিসাবে গ্রন্থটিকে ব্যবহার করা হলেও, সকল শ্রেণীর মানুষের জন্য এর সামাজিক নীতিমূলক উপদেশগুলিও যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ। এগুলি ধর্মসাধনার সঙ্গে চারিত্রিক উৎকর্ষ ও মনুষ্যজ্ঞানের বিকাশেও একান্ত অপরিহার্য। মানবরূপী ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কথিত এই বাণীগুলি মোহাচ্ছন্ন মানুষের ভগবদভক্তি জাগরনের জন্য নীতিবোধে উদ্বুদ্ধ করার প্রয়াস। যার ফলে মোহগ্রস্থ হীনচেতা মানুষ মোহ থেকে মুক্তির উপায় খুঁজে পান। প্রকৃতপক্ষে, গীতার এই উপদেশগুলিতে একাধারে ধর্মভাব এবং নীতিবোধের প্রকাশ ঘটেছে।

যেমন মানবরূপী ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তত্ত্বজ্ঞানীর জ্ঞানপিপাসা চরিতার্থতার কারণ নির্দেশ করতে গিয়ে বলেছেন—

শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানং তৎপরঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ।[২]

জিতেন্দ্রিয়, (সাধনে) তৎপর, শ্রদ্ধাবান ব্যক্তি জ্ঞানলাভ করতে পারেন। জ্ঞানলাভের জন্য প্রথমে দরকার ইন্দ্রিয়সংযম। কারণ ইন্দ্রিয়সমূহকে যদি সংযত না করা যায়, তাহলে চিত্তের একাগ্রতা আসে না। তারপর চিত্তের এই একাগ্রতা বা নির্মলতা তৈরি করে জ্ঞান-পিপাসা। নিরোগ সুস্থ শরীর যেমন ক্ষুধা-তৃষ্ণা বৃদ্ধি করে, তেমনি প্রসন্নচিত্ত বা একাগ্রচিত্তও জ্ঞান-পিপাসাকে বৃদ্ধি করে। পরে চিত্ত ঐ পিপাসা নিবৃত্তির জন্য তৎপর হয়ে ওঠে। তাই এই নীতিবাক্যে জ্ঞানীব্যক্তির বিশেষণ হিসাবে 'তৎপরঃ' শব্দটি ব্যবহার করা